নিত্য দিনের ছাব্বিশে মার্চ

কাইউম পারভেজ

তুমি চলে যাবে জানতো না কেউ
তোমার প্রিয় বাবা মা ভাই বোন না কোন বন্ধু – কেউ না।
জানতাম শুধু আমি।
আমাদের উঠোনের পেছনে পুকুরটার পাড়ে
কাকভোরে আমাকে দেখা করতে বলেছিলে – খুব জরুরী।
তোমার কাঁধে একটা ব্যাগ – অস্থির মুখ
অশ্রু লুকোনোর ব্যর্থ চেষ্টা
আমার পানে না চেয়ে তুমি বললে –
"আমি চলে যাচ্ছি – যুদ্ধে যাচ্ছি।
কারো প্রিয় মুখ আমায় আটকাতে পারলো না
তোমারটাও না। আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।"
হঠাৎ তুমি জড়িয়ে ধরে তোমার বুকে চেপে ধরে
বললে – মাধু দেশ স্বাধীন করে তারপর ফিরবো।
দোয়া কোর মাধুরী – তোমার ভালবাসায় জয়ী হয়ে ফিরবো।

আমি কথা বলি আকাশের তারাদের সাথে
পুকুরপাড়ে বসে ছোট ছোট ঢেউ গুনি
রাতে আমার বালিশ ভিজে যায়
আমি মাছ মাংস খাওয়া ছেড়েছি
তোমার কথা ভেবে। তুমি কেমন আছো কোথায় আছো
জানতে পারিনি।
তোমার জন্য রুমালে ফুল তুলেছি
লাল আর সবুজ সুতোয়। তুমি ফিরলে তোমায় দেবো বলে।

নয় মাস পর দেশ স্বাধীন হলো
তুমি ছাড়া সবাই ঘরে ফিরলো জয় বাংলা হাঁকিয়ে।
পাশের গাঁয়ের সবুর একদিন তোমার রক্তমাখা
গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া কালসীটে জামাটা আমাকে
দিয়ে বললো – ক্ষমা কোর মাধুরী সুজনকে আনতে পারলাম না।
না না না ওতো আমায় বলেছে দেশ স্বাধীন করে
আমার বুকে ফিরবে।

দেশ স্বাধীন হলো সব পুনর্গঠন হলো
আমার মনটা ছাড়া।
আমি না সধবা না বিধবা
একা একাই পার করে দিলাম সংসারের বোঝা হয়ে।
দেশ তো স্বাধীন হলো – মানুষ তো স্বাধীন হলো।
সুজনের রক্তে – দেশ তো স্বাধীন হলো।

এখনো কাজের ফাঁকে পুকুরপাড়ের সেই জায়গাটিতে
সেই রুমালটি হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকি - বসে থাকি।
কখনো বা শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখি। আকাশে তোমার মুখখানি খুঁজি।
সেটাই আমার স্বাধীনতা।
আমার নিত্য দিনের ছাব্বিশে মার্চ।